Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.30-39
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

খেলার ইতিহাসে সফল অধ্যায় গঠনে বাঙালি নারী তাহারিনা নাসরিন

নার্গিসা খাতুন
এম.ফিল স্কলার, ইতিহাস বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In the research article has been highlighted that Taharina Nasreen' in created a successful chapter in the history of sports, an attempt has been made to show her achievements in the fields of athletics. In particular, this research article has tried to show that the number of objections or obstacles that girls from Bengali Muslim minority families have to face in playing sports is understated. But Taharina overcame all obstacles and gained fame in the state or country and even in the international arena through her swimming. The article also mentions how he succeeded in swimming by fighting from class struggle. It has also been highlighted that she was not paid any respect as a sportsman by the government or the any kind of recognized organization. Above all, an attempt has been made here to show that as a Bengali Muslim minority girl, Taharina has on the one hand conquered the star's famous targets like English Channel, and Strait of Gibraltar. Similarly, on the other hand, Taharina used to view the sport as the instrument of independence of girls in the society and draw attention to encourage girls in the arena of sports.

Key Words: Taharina Nasrin, Swimming, Social barriers, English channel, Gibraltar channel.

ভূমিকা: আধুনিক ইতিহাস চিন্তনের ক্ষেত্রে গবেষক মহলে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে তা হল নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা সম্পর্কিত বিষয়। আর সেই নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল খেলার ইতিহাস। কেননা খেলার ইতিহাস লক্ষ্য করলে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রাচীন কাল থেকে মানুষের বিনোদনের জন্য খেলা সূত্রপাত হয়েছিল। তাই খেলার উৎপত্তি, বিবর্তন এবং মানব সমাজের তার প্রভাবের দিকগুলি নিয়ে চর্চা করাকে সাধারণত খেলার ইতিহাস বলা হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে খেলাধুলা হলো এমন এক ধরনের কাজ যা বিনোদনের জন্য বা শরীর চর্চার জন্য অথবা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক সময়ে এই খেলা পেশাদারী ও জীবিকা ভিত্তি বা কিংবদন্তি পরিচয় গঠনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ একজন সাধারন মানুষ থেকে তারকা বা কিংবদন্তি হয়ে উঠতে খেলা যেভাবে সাহায্য করেছে বর্তমান সময়ে তা আর অন্য কোন মাধ্যম খেলার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবে খেলার ইতিহাস চর্চা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে আমরা এখানে আলোচনার বিষয় হল জলের খেলা হিসেবে সাঁতার খেলার কথা। কেননা জলের মধ্যে যে সকল খেলা হয় তার মধ্যে সাঁতার খেলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সাঁতার একটি ব্যক্তিগত বা দলগত রেসিং খেলা যার জন্য জলের

মধ্য দিয়ে চলাফেরা করার জন্য একজনের পুরোপুরি শরীরকে ব্যবহার করতে হয়। আর সাঁতারের যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে সাঁতারু বলা হয়ে থাকে।

সাঁতারের শ্রেণীবিভাগ কে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। যথা- (1) ফ্রি স্টাইল সাঁতার, (2) ব্রেষ্ট স্ট্রোক সাঁতার, (3) বাটারফ্লাই সাঁতার, (4) ব্যাক স্ট্রোক সাঁতার। তবে সাঁতার খেলার সূত্রপাত কবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া বেশ কঠিন। কেবলমাত্র উল্লেখ করা যেতে পারে, যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে।[১] তবে আমরা এখানে একান্ত ভাবে আলোচনা করব সাঁতার খেলায় বাঙালি মুসলিম মেয়ে হিসেবে তাহারিনা নাসরিনের সাফল্যমন্ডিত অধ্যায় সম্পর্কিত বিষয় কে নিয়ে। তবে এই বিষয়টি আলোচনা করতে বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে। কেন তাহারিনা নাসরিন আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে এসেছে? তিনি সত্যিই কি! খেলার ইতিহাসে সফল এক অধ্যায় নতুন করে রচনা করতে সাহায্য করেছেন? অথবা তাঁর এই সাফল্যের পিছনে যে যাত্রাপথ ছিল তা কি খুবই সহজ ছিল? নাকি তিনি শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাঁতারের জলপরীতে পরিণত হয়েছেন? কিংবা কি কি সমস্যা তার সাফল্যের পিছনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সকল বিষয় সম্পর্কে আমাদের কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আলোচনা করতে হবে তাহারিনা নাসরিন একজন মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়ে সাঁতার খেলায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে কতখানি সফল হয়েছে। কিংবা তার সাফল্যের পিছনে কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বা কোন কোন বাধা কিংবা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাহারিনা নিজেকে খেলার জগতে মেলে ধরতে হয়েছে সেই বিষয়গুলি।

বাল্যকালে সাঁতার খেলায় অংশগ্রহনে তাহারিনা: তাহারিনা নাসরিন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৩ সালের ৯ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার নিমদিঘী গ্রামে।[২] তার বাবা ছিলেন শেখ আফসার আহমেদ, পেশায় ছোট ইমারতী ব্যবসায়ী এবং মা হলেন সাকিনা খাতুন। তাহারিনা নাসরিন খুব অল্প বয়সে সাঁতার শেখার জন্য জলে নামে। মাত্র আড়াই বছর বয়সে সে সাঁতার শিখতে শুরু করে গ্রামের পুকুরে।[৩] মাত্র পাঁচ বছর বয়সে থেকে তার সাঁতারের প্রতিভা লক্ষ্য করে তার বাবা উলুবেড়িয়ার অ্যামেচার অ্যাকোয়াটিক ক্লাবে সাঁতার অনুশীলনের জন্য ভর্তি করেন। সেখানে তার কোচ আশিষ ব্যানার্জীর কাছ থেকে সাঁতারের হাতে খড়ি শিখতে শুরু করেন।[৪] তিনি সাঁতারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় বেশ মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রথম দশের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। এছাড়াও তিনি উলুবেড়িয়া কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন। তবে তাহারিনা নাসরিন যে বাল্যকাল থেকে মেধাবী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি সাঁতার খেলা কে কখনো গুলিয়ে দেননি। তার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি যে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার পূর্বে তিনি টানা ১০ দিন পুরীর সমুদ্র সৈকতে দৈনিক ১১ ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন কিন্তু সেই অনুশীলনের ফাঁকে রাতের বেলা বই পড়তে ভুলে যাননি। তাই হয়তো তার এই পরিশ্রমের ফসল হিসেবে তার ঝুলিতে মুর্শিদাবাদ গঙ্গার বুকে রেকর্ড, ইংলিশ চ্যানেল জয়, বাংলা চ্যানেল জয়, এছাড়াও তিনি জিব্রাল্টার জয়ের মত গৌরব অর্জন করেছেন।

তাহারিনা নাসরিন স্কুল স্তরে পড়ার সময় ২০১১ সালে ব্যক্তিগত সাঁতার ইভেন্টে ঝাড়খন্ডে প্রথম জয়লাভ করেন। এটাই ছিল তার জীবনে প্রথম জাতীয় স্তরের সাফল্য।[৫] এরপর থেকে তিনি কখনো জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে থমকে দাঁড়াননি, বরং ২০১২ সালে জাতীয় গেমসে রৌপ্য পদক ও স্বর্ণপদক জয়

লাভ করেন তিনি। শুধু তাই নয় ২০১৪ সালে তাহারিনা গঙ্গার বুকে মুর্শিদাবাদ সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৮১ কিঃমিঃ দূরত্বে তৃতীয় স্থান অধিকার অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৫ সালে আগস্ট মাসে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্ন পুরন ও করেন। যদিও এ সময় তার পরিবার প্রচুর অর্থ অভাবে ভুগছিল কিন্তু তার ইংলিশ চ্যানেল জয়ের প্রবল ইচ্ছা শক্তির জন্য তিনি সব বাধাকে অতিক্রম করে ইংলিশ চ্যানেল জয় করতে সক্ষম হন।[৬] এছাড়াও ২০১৮ সালে বাংলা চ্যানেল অতিক্রম করেন। তার জীবনের এত বিশাল যাত্রা পথ যে একেবারে মসৃণ বা সহজ সরল ছিল এমনটাই নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা লক্ষ্য করি তাহারিনা একদিকে যেমন অর্থ অভাবে ভুগেছিলেন আবার অন্যদিকে লক্ষ্য করি যে তিনি ইংলিশ চ্যানেল যাত্রার জন্য ভিসা প্রদানের বাধা সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে।[৭] শুধু তাই নয় মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করায় ধর্মীয় সামাজিকভাবে নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাহারিনাকে। কাজেই আমরা লক্ষ্য করব কিভাবে তিনি এই সকল বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়টি।

সাঁতার খেলায় সাফল্য অর্জনে তাহারিনা নাসরিন: 'থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে' এই চিন্তা-ধারাই তাহারিনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাই তিনি গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ের মত সাধারণ হলেও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং তিনি বেরিয়ে এসেছেন সীমাবদ্ধতার গণ্ডি থেকে এবং প্রমাণ করেছেন যে 'জলের খেলা সাঁতারে, যেন জলপরী'।[৮] কাজেই তার সাঁতারের সাফল্যের দিকটি আমরা উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম বলতে হয় যে ২০১৪ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদে গঙ্গার বুকে সুতির আহিরণ ঘাট থেকে বহরমপুর গোরা বাজার ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৮১ কিমি দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় তাহারিনা নাসরিনের অংশগ্রহণের কথা। এই প্রতিযোগিতায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন[৯]। গঙ্গা- ভাগীরথীর বুকে এই প্রতিযোগিতা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হলেও মুসলিম বাঙালি মেয়ে হিসেবে তাহারিনা প্রথম ৭১তম বর্ষে পুরস্কার অর্জন করেছেন। এই প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হিসেবে খ্যাত। এই প্রতিযোগিতায় নানা দেশ-বিদেশ থেকে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন কিন্তু ২০১৪ সালের এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার প্রভৃতি দেশ থেকে মোট ১৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতার শুরুতে দুজন প্রতিযোগী জলে নেমে উঠে এসেছিল এবং বাকি ১৬ জনের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন বহরমপুরের গান্ধী কলোনির বাসিন্দা রাকেশ বিশ্বাস। তিনি সময় নেয় ১১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন রাকেশের ভাই চিরঞ্জিত বিশ্বাস এবং তৃতীয় স্থান দখল করেন উলুবেড়িয়ার নিমদিঘী গ্রামের তাহরিনা নাসরিন।[১০] তার এই প্রতিযোগিতায় ৮১ কিমি সাঁতার কাটতে সময় লাগে ১২ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড। এই সাফল্য তাহারিনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলেছিল। শুধু যে মুর্শিদাবাদের প্রতিযোগিতা তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিল এমন নয়, বরং এর আগে ২০০৭ সালে ইন্দো- বাংলা গেমসে ঢাকায় সাঁতারে ৫০ মিটার ও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে তিনি রৌপো পদক জিতেছিলেন। এছাড়াও ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে তিনি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি ২০০১ সালে ঝাড়খণ্ডের ন্যাশনাল গেমসে সাঁতারু হিসাবে ৪x২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে দলগতভাবে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। এছাড়াও তিনি শ্রীরামপুরে ১০ কিমি এবং কোমরটুলির ২০ কিমি সাঁতারে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সফল হয়েছিলেন এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করেছিলেন।[১১] তাহারিনা নাসরিন ২০১২ সালে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনে কলকাতার সুভাষ সরোবরের সুইমিংপুলে ৪x১০০ মিটার প্রতিযোগিতায় মেডেল জিতেছিলেন এবং সর্বোপরি বলা দরকার তিনি কলকাতা সহ অন্যান্য বড় শহরের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণ করেছিলেন ও স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন। তখন তার পুরস্কার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস।[১২] এই প্রতিযোগিতার পর থেকে তাহারিনা ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী মাসুদুর রহমানের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় তার প্রশিক্ষক মাসুদুর রহমান তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মুসলিম মেয়ে হিসাবে তিনি যেন ইংলিশ চ্যানেল জয় করেন। যা এর আগে কোন মুসলিম মেয়ে করতে সক্ষম হয়নি। সেই অসাধ্য কাজ তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার সাঁতার প্রশিক্ষক মাসুদুর রহমান বৈদ্য। মাস্টার মশাইয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ইংলিশ চ্যানেল জয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তাহারিনা নাসরিন। তিনি মনে করতেন জীবনের যেকোনো বড় সাফল্য সহজে আসে না, তাই সাফল্য অর্জন করতে হলে জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই পার করতে হয় কিংবা জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রেও তার জীবনেও কম বাধার সম্মুখে পড়তে হয়নি। অমৃতা সেন, রিচা সেন, বুলা চৌধুরী, অনিতা সুর প্রমূখদের মত স্বনামধন্য ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সাঁতারু মহিলাদের পাশে নিজের জায়গা তৈরি করতে এবং বাঙালি মুসলিম মেয়ে হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন ইংলিশ চ্যানেল জয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন ২০১৫ সালে সেই সময় তার বাবা প্রচুর অর্থ-অভাবে পড়েন। ইংলিশ চ্যানেল জয়ের জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা তার বাবার কাছে ছিল না। তার বাবা জানায় প্রায় ৭ লক্ষ টাকা তাহারিনার ইংলিশ চ্যানেল যাত্রার জন্য প্রয়োজন ছিল। সেই টাকা জোগাড় করতে তার বাবা শেখ আফসার আহমেদ একেবারেই হিমশিম খায় এবং শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বিধায়ক পুলক রায়ের শরণাপন্ন হয়। বিধায়ক পুলক রায় আশ্বাস দেন যে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তার বাবার অক্লান্ত পরিশ্রমই ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পথে এগিয়ে ছিলেন।[১৩]

তাহারিনার অদম্য ইচ্ছা শক্তিকে বারবার প্রমাণ করেছে তার নিজেকে 'জল কন্যা' হিসাবে মেলে ধরতে। কেননা ২০১৫ সালে ৫ই আগস্ট তাহারিনা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারের জন্য ইংল্যান্ডের রওনা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে থাকার জন্য পাইলট রোডে ঘর ভাড়া থেকে শুরু করে প্লেনের টিকিট কাটা, ইংলিশ চ্যানেল অথরিটির কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়া সবকিছু ঠিকঠাক ছিল তা সত্ত্বেও তার ভিসা বাতিল করে হাওয়াই দফতর। কারণ হিসেবে তারা লেখেন "Refused your application appendix-v immigration rules for visitors"[১৪] এত বাধা সত্ত্বেও তাকে কোন কিছুই ইংলিশ চ্যানেল জয় থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তিনি সব বাধা অতিক্রম করে প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা হিসেবে 12 ঘন্টা 38 মিনিট সাঁতারে নেমে ইংলিশ চ্যানেল জয় করেন।[১৫]

'জানবে সারা বিশ্বময় এই বাঙালি নিঃস্ব নয়' বিশ্ব দরবারে বাঙালি বারবার প্রমাণ করেছে নানা সৃষ্টিশীল কাজকর্ম বা নানা প্রতিভা মূলক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব। তাহারিনা নাসরিন যে সেই সকল প্রতিভার ব্যতিক্রম নয় সে কথা আমরা স্ব- গৌরবে বলতে পারি। তিনি বাঙালি মুসলিম নারী হয়ে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল জয়ের মধ্য দিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা যেন ভারত তথা বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন করে স্বর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য যে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার স্যার মাসুদুর রহমান। তিনি নিজে ছিলেন একজন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী তাই তিনি তার ছাত্রীকে একদিকে যেমন দক্ষ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তেমনি অন্যদিকে তাহারিনা নাসরিনকে মনে সাহস যুগিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সময় তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছিলেন সে সময় তার স্যার মাসুদুর রহমান বৈদ্য পরলোক গমন করেন। তাই ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর তিনি লন্ডন থেকে কলম পত্রিকা কে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন 'স্যারের স্বপ্ন ছিল আমি ইংলিশ

চ্যানেল পার করে আসি, কিন্তু স্যার আজ নেই, আমি স্যারের সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি, আমার এই সাফল্য আমি আমার স্যার মাসুদুর রহমান বৈদ্যের জন্য উৎসর্গ করলাম'।[১৬] এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে তাহারিনা নাসরিন সংবাদ পত্রের শিরোনামে উঠে আসতে শুরু করে। সত্যিই বাঙালির গৌরব হিসেবে তিনি সফল হয়েছেন।

তার এই সাফল্যের পথ মোটেও সুগম বা মসৃণ ছিল না। সমুদ্রে ১২ ঘন্টা ৩৮ মিনিটের এই যাত্রায় আবহাওয়া খুব একটা অনুকূলে ছিল না। ঢেউ ছিল মারাত্মক, যতই সমুদ্রে এগিয়েছেন ততই আবহাওয়া খারাপ হয়েছে। প্রায় রাত ৩ টের সময় ইংলিশ চ্যানেল জয়ের উদ্দেশ্যে যখন তাহারিনা জলে নামেন সে-সময় ঢেউ এত বেশি ছিল যে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ছিল।[১৭] প্রায় ১০ ফুট উঁচু ঢেউয়ের সাথে লড়াই করতে হয়েছিল তাকে। অবশেষে ১২ ঘন্টা ৩৮ মিনিটে তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় করেন। ইংলিশ চ্যানেল জয়লাভ করার পর প্যারামাউন্ট একাডেমীর পক্ষ থেকে তাকে এক সংবর্ধনা পুরস্কার সভায় সংবর্ধিত করা হয়।[১৮] এই সংবর্ধনা সভা মূলত তাহারিনা স্যার প্রয়াত ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী মাসুদুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছিল। প্যারামাউন্ট একাডেমী মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে তার এই সাফল্যের কিছু অভিজ্ঞতার কথা। তার বক্তব্যে মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

হয়তো মুসলিম সমাজে নারীদের খেলা সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে বিরূপ মন্তব্য বা সরাসরি নারীদের খেলাকে মৌলবাদী সমাজ বা মুসলিম সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখত না। কারণ তারা পর্দা প্রথায় বিশ্বাসী এবং রক্ষণশীল পর্দা প্রথা কে সমাজের মধ্যে প্রচলন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই মুসলিম মেয়েদের খেলাকে বেপর্দা বা পর্দাহীন থেকে বিরত রাখতে, খেলাকে মোটেও ভালো চোখে দেখেনি মুসলিম সমাজ। কিন্তু তাহারিনা নাসরিনের ইংলিশ চ্যানেল জয়ের ঘটনা মুসলিম সমাজের এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে- তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর মুসলিম ধর্মগুরু তথা ফুরফুরা শরীফের 'অনাথ ফাউন্ডেশন' এর কর্ণধর পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী, তাহারিনা নাসরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্মান প্রদান করেন। তাছাড়া তাহারিনার কাছ থেকে ত্বহা সিদ্দিকী জিব্রাল্টাল প্রণালী জয় তার পরবর্তী লক্ষ্য, এই কথা শুনে তিনি সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি তাহারিনা নাসরিনের বিষয়ে আলোচনা করব।[১৯] এছাড়াও তিনি ১৮ ই ডিসেম্বর ২০১৫ সালে ফুরফুরা শরীফের বিশাল জনসমাবেশের সভা থেকে তাহারিনাকে সম্মান প্রদান করেন। বলাই বাহুল্য যে তাহারিনা নাসরিন হল সেই প্রথম মুসলিম বাঙালি মহিলা যিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় করেন। সেই সঙ্গে একথা বলা ভালো যে তিনি হল সেই প্রথম খেলোয়াড় সাঁতারু যিনি মুসলিম ধর্ম গুরুদেব মন জয় করেছিলেন তার খেলার মধ্য দিয়ে। আর সেই জন্য রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার অবসান ঘটিয়ে ফুরফুরার মত জায়গা থেকে ধর্মগুরু ত্বহা সিদ্দিকী তাহারিনা নাসরিনকে পুরস্কার এর মধ্য দিয়ে উৎসাহিত করেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে তাহারিনা খানিকাংশ হলেও মুসলিম ধর্ম গুরুদের কাছে মুসলিম মহিলাদের খেলাকে অনেকাংশের স্বীকৃতি পেয়েছে বা পরবর্তী মুসলিম মেয়েদের খেলাকে স্বীকৃতি পাওয়ার শ্রেণি সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন বললে খুব একটা ভুল হয় না।

তাহারিনা যে শুধু সাঁতার খেলায় সাঁতারু হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে এমনটাই বলা ঠিক হবে না। কেননা তিনি সাঁতার খেলা সাঁতারু হলেও তিনি খানাকুল প্রিমিয়াম লীগ (কে পি এল) প্রতিযোগিতায় ৮

ই নভেম্বর ২০১৫ সালে কলকাতার এরিয়ান ক্লাবের কোচ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।এই লিগে তাকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।[২০] যদিও তিনি খুব বেশিদিন কোচ হিসেবে কাজ করতে পারেননি। কারণ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে যোগদান করেন। তবে বলা দরকার যে তাহারিনা সাঁতারু হিসেবে যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনি কোচ হিসেবে যথেষ্ট দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন।

সাফল্য অর্জন মানুষকে দূর দিগন্ত খোঁজের নেশা যেমন বাড়িয়ে তোলে, ঠিক তেমনি এরকম এক নেশা প্রমাণ করলো সাঁতারু তাহারীনা নাসরিন। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার নিমদিঘী গ্রামের মেয়ে হয়ে মাত্র ৮ ঘন্টা ১৩ মিনিট সময়ে কক্সাবাজারের টেকনাফ শাহপরী ঘাট থেকে সেন্ট মার্টিন ঘাট পর্যন্ত যা বাংলা চ্যানেল নামে খ্যাত সেই খ্যাতনামা চ্যালেনটি তিনি ১৬.১ কিমি দূরত্ব দ্রুততার সাথে জয়লাভ করেছিলেন।[২১] তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর, বাংলা চ্যানেল সাঁতারে দ্রুততম সময়ে ডবল ক্রস এর রেকর্ড গড়েছিলেন এবং ২০১৮ সালে সুইম বাংলা চ্যানেল জয়ের কথা প্রকাশ করেন এভারেস্ট একাডেমী। তার এই চ্যানেল জয় করার পিছনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার বাবা আফসার আহমেদ তার পাশে থেকেছেন।

এভারেস্ট অ্যাকাডেমি আয়োজিত এই বাংলা চ্যানেল প্রতিযোগিতায় তাহারিনা নাসরিন ডবল সাঁতার দিয়েছেন অর্থাৎ ৩২.২ কিমি ছিল তার যাত্রাপথ। এই যাত্রাপথে একদিকে ছিল সমুদ্রের উত্তাল স্রোত এবং অন্যদিকে ছিল জেলিফিশ ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা, যাকে মোকাবিলা করতে তার বেশ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ২৫ বছর বয়সি এই তরুণী সমুদ্রের প্রায় ১০ থেকে ১২ ফুট ঢেউয়ের সাথে মোকাবিলা করে বাংলা চ্যানেল জয় করেছেন। সবথেকে বড় কথা হল তার আগে কোন বাঙালি মহিলা এই চ্যানেল সাঁতারে প্রথম হতে পারেনি।তাই বলা যায় তিনি কেবল মুসলিম নারীদের মধ্যে নয় সমগ্র নারী জাতির জন্য বিশ্ববন্দিত সাঁতারু হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।[২২]

সাফল্য যে মানুষের অনুপ্রেরণা যোগায় কিংবা উচ্চাশা বা তীব্র ইচ্ছা ও কঠিন পরিশ্রম করার মানসিকতা তৈরি করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তাহারিনা নাসরিন। কেননা বাংলা চ্যানেল জয় করার পর তিনি আবার ও জিব্রাল্টার প্রণালী জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। পরপর বেশ কতকগুলি সাফল্য পাওয়ায় তাহারিনা নিজের প্রতি বেশ অনেকখানি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন কোন কিছু বড় সাফল্য পেতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। তাই তিনি হলেন প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি প্রথম ইংলিশ চ্যানেল জয়লাভ করেন সেই জয়ে তিনি থেমে গেছেন এমন নয় বরং তিনি মনে করেন, যতই প্রতিকূলতা আসুক না কেন তাকেই জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করতেই হবে। তাই তিনি জীবনের সংকল্প নিয়েছেন জিব্রাল্টার প্রণালী জয়ের জন্য। ২৮ বছর বয়সে তাহারিনা নাসরিন স্পেনের সময় অনুযায়ী দুপুর ২ টো ৩৩ মিনিটে জিব্রাল্টার প্রণালী পার করেন। তারিফা (সি ও রিজিজ) থেকে মরক্কো পর্যন্ত ১৫. ১ কিমি জিব্রাল্টার প্রণালীর পার করতে তার সময় লাগে ৪ ঘন্টা ২৩ মিনিট। সকাল ১০:১০ মিনিটে তিনি স্পেনের তারিফা দিক থেকে সাঁতার শুরু করেন ও দুপুর ২ টো ৩৩ মিনিটে মরক্কোতে তার সাঁতার শেষ হয়। তার এই সাফল্য বাঙালি তথা ভারতীয় এমনকি বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতিকে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিলেন।

তাহারিনার এই জয়ের সাফল্য তিনি সর্বপ্রথম উৎসর্গ করেছেন তার স্যার প্রয়াত ও সাঁতারু মাসুদুর রহমান ও তার বাবা আফসার আহমেদকে। জিব্রাল্টার প্রণালী পার হতে তার একের পর এক বাঁধার

সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে মেঘলা আবহাওয়া, জলের স্রোত ছিল বেশি অন্যদিকে ছিল জাহাজের বড় বড় ঢেউ। তাছাড়া জলে ভাসমান তেল, জেলিফিশ সহ নানা সামুদ্রিক প্রাণীর উপস্থিতির জন্য নানা বাধার সম্মুখে পড়তে হয় তাকে। এমনকি তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। যদিও সফল হওয়ার আনন্দ সেই কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেন। কাজেই তাহারিনার এই সাফল্যকে বলতে হয় যে- 'মতি নন্দী যেমন তার উপন্যাসে কোনিকে খুঁজে পেয়েছিল'- ঠিক তেমনি মাসুদুর রহমানের কোনি তাহারিনা বললে একেবারে ভুল হয় না। মতি নন্দী কোনি উপন্যাসে মধ্য দিয়ে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঠিক মাসুদুর রহমান তাহারিনাকে বাস্তবে জলের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন যেন জল কন্যার আরেক রূপ জলপর।

জিব্রাল্টার জয়লাভ যে তাহারিনা জীবনে সব লক্ষ্য পূরণ করেছে এমনটাই নয়। তার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি তার এক সাক্ষাৎকারে। তিনি জানান এই জয়ের জন্য আমি খুব খুশি তবে তার পরবর্তী লক্ষ্য হল- নর্থ আইরিস চ্যানেল (৩৪.৫ কিঃমিঃ), নিউজিল্যান্ডের কুক স্টেট চ্যানেল (২২ কিঃমিঃ), এবং আমেরিকার ক্যাথালিনা চ্যানেল (৩২ কিঃমিঃ) জয় করা স্বপ্ন আছে তার।[২৩] তাই বলা দরকার একজন বাঙালি মুসলিম মেয়ে হয়ে তাহারিনা যে দুঃসাহসিক সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে করে বলা যায় যে 'মানুষ হয়ে জন্মেছি যেহেতু মানব সভ্যতার ইতিহাসে ছাপ রেখে যেতেই হবে' এই চিন্তাধারায় একজন অন্যতম সমর্থক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

সাফল্যের পথে বাঁধার সম্মুখীন তাহারিনা: 'দুঃখ যে সুখের ফুল' অর্থাৎ জীবন নামক বৃক্ষে দুঃখ নামের ফুলটি ফুটলে তবেই সুখ নামের ফলটি পাওয়া যায় বা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় জীবনের সমস্যা এলেই সেই সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে সাফল্য অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। কাজেই সেই দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাহারিনাকে ও বহু সমস্যার সম্মুখে পড়তে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, তিনি ইংলিশ চ্যানেল জয়ের উদ্দেশ্যে ভিসা করতে দিলে প্রথমে সেই ভিসা বাতিল হয়। অথচ একই সময়ে ভিসা করতে দিয়েছিল তারই সহ প্রতিযোগী পৌলমী। মজার বিষয় হল পৌলমীর ভিসা মাত্র ৭ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু ভিসা অফিসের কর্মীদের গাফিলতিতে তাহারিনার ভিসা বাতিল হয়। কারণ হিসেবে তারা দেখান যে তিনি চার মাসের জন্য ভিসার আবেদন করেন। কিন্তু তার সাঁতার প্রতিযোগিতা মাত্র তিন সপ্তাহে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই অজুহাতে তাহারিনার ভিসা বাতিল করে হাওয়াই দপ্তর।[২৪] তার জীবনে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বার ভিসা বাতিলের মতো সমস্যায় পড়তে হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা তার জিব্রাল্টার ভিসা বাতিলের কথা উল্লেখ করতে পারি।

তাহারিনা যে শুধুমাত্র চ্যানেল জয়ের জন্য ভিসা বাতিলের সমস্যায় পড়েছিলেন এমন নয় বরং সব থেকে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা তিনি পড়েছিলেন। ২০১৫ সালে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের জন্য আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয় কিন্তু সেই টাকা তার বাবা অনেক কষ্টে এমনকি ঋণ করে যোগাড় করেছিলেন। এতটাই অর্থ অভাবে তার পরিবার ভুগেছিল যে তিনি সংবাদপত্রে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকায় 'খেলা' নামক পৃষ্ঠায় শিরোনামে ছাপা হয়' টাকার অভাব, মাসুদুর স্যারের মৃত্যু, সমস্যায় সমুদ্র সাঁতারে তাহারিনা'।[২৫] তাহারিনা এতটাই অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত মায়ের গহনা বিক্রি করে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্নের অর্থ জোগাড় করেন। তবুও তার অদম্য ইচ্ছা শক্তি হারায়নি। তবে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পরেও তার অর্থনৈতিক সংকট কোনভাবে পূরণ হয়নি। দৃষ্টান্ত

হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, ইংলিশ চ্যানেল জয়ের পর তাহারিনাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন পুরস্কার বা অর্থ প্রদান করা হয়নি

যদিও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বড় গলায় বলেন যে সংখ্যালঘুদের ১০০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু রাজ্যের সংখ্যালঘু ক্রীড়াবিদ তাহারিনা ইংলিশ চ্যানেল জয় করলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য তো দূরেরই কথা, একটা ফুলের স্তবক পর্যন্ত পায়নি। এছাড়াও সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম মেয়ে হিসেবে তাকে কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন তার এক সহপ্রতিযোগী ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে তা সত্ত্বেও তাকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা দেয়া হয়েছে।[২৬] তবে এই বিষয়টি তাহারিনা নাসরিনের আত্মসম্মান কে ক্ষুন্ন করেন। এ বিষয় নিয়ে তাহেরিনা নাসরিন সম্পর্কে গণশক্তি পত্রিকাতে বড় অক্ষরে শিরোনামে লেখা হয়' বৈষম্যের কাঁটা তারে বিদ্ধ তাহারিনা চায় বাংলা ছাড়তে'। যদিও তিনি মনে করেন বর্তমান সময়ে রাজ্য সরকারের ক্রীড়াবিদের প্রতি যে বৈষম্য বা উদাসীন মনোভাব তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্রীড়া প্রেমীদের কাছে ভালো বার্তা যায় না। তাছাড়া এত অর্থ অভাব আর সহ্য করতে পারছেন না তাই তিনি বাংলা ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমনকি তিনি বলেন বর্তমান রাজ্য সরকারের ক্রীড়া উদাসীনতা দেখে অনেক ক্রীড়াবিদ বাংলা ছেড়েছেন।

এসব বাধা ছাড়াও তাহারিনা নাসরিন মুসলিম সংখ্যালঘু পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তাকে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। বিশেষ করে মুসলিম নারী হয়ে ইসলামের পর্দা প্রথা তিনি মান্যতা না দিয়ে সাঁতার খেলার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে নানা কটুক্তি এবং রক্ষণশীল গোঁড়া মৌলভি তন্ত্রের চক্ষুশূল বা অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তিনি এসব কিছুর ঊর্ধ্বে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা প্রমাণ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম নারী যিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় লাভ করেন, সেই সঙ্গে বলা দরকার যে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা সাঁতারু যার সাফল্য দেখে রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলিম চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে ত্বহা সিদ্দিকীর মত ধর্ম গুরুরাও তাকে সমর্থন করেন এবং পুরস্কার প্রদান করেন।

উপসংহার: সার্বিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা ভালো যে, খেলাধুলা যেমন মানুষের চরিত্র গঠন করে, তেমনি ধৈর্য ক্ষমতা ও সংযম শেখায়। সেই ধৈর্য ও সংযম ক্ষমতা বাস্তবিক জীবনে প্রয়োগ করেছেন তাহেরিনা নাসরিন। খেলা যেমন শেখায় পরাজয় বা সমস্যা যাই আসুক না কেন সবকিছু কে পিছনে ফেলে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। ঠিক তেমনি তিনি বাস্তবিক জীবনে বাঁধা ও নানা সমস্যার মধ্যে থাকলেও যেভাবে সাফল্যের দিকে এগিয়ে গেছে তাতে করে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। তার স্বপ্ন ও সাহসিকতা বাংলার তরুণ প্রজন্মের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করে। তার জয়ের সাফল্য বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে গর্ব ও এক স্বর্ণ উজ্জল অধ্যায় রচনা করেছে। সেই সঙ্গে একথা বলা দরকার পরবর্তী স্বপ্ন গুলি পূরণের জন্য তাহারিনাকে বাঙালির শুভেচ্ছা ও বাঙালি জাতি সাফল্যের জন্য প্রতীক্ষায় রত। যদিও তিনি ফুটবল খেলার প্রতি খুব আকর্ষণ ছিল কিন্তু বল দখলের লড়াইয়ে তিনি খুব একটা পারদর্শী ছিলেন না তাই তিনি সাঁতারে ফিরে আসেন। তবে এ কথা বলায় একেবারে যুক্তিহীন যে, তাহারিনার প্রতিভা একেবারেই ছিল না। হয়তো ফুটবল খেলার মাঠে প্রতিভা ফুটিয়ে তুলতে খুব একটা পারেননি তিনি কিন্তু সাঁতার খেলার মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তার প্রতিভা শুধু বাঙালি নয় বরং এশিয়া মহাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন।

উলুবেরিয়া নিমদিঘি গ্রামে একজন সাধারণ মেয়ে হয়ে তাহারিনা, বুলা চৌধুরী, রিচা সেন, অমৃতা সেন ও অনিতা সুর এদের মতো ইংলিশ চ্যানেল জয় করা সেলিব্রেটিদের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়ে তাহারিনা প্রমাণ করেছে যে গ্রামের সাধারণ মেয়েরাও তারকা হওয়ার প্রতিভা রাখে শুধু লক্ষ্য স্থীর রাখতে হয়। একসময় সানিয়া মির্জা যেমন সারা ভারত তথা বিশ্ব দরবারে খেলার মধ্য দিয়ে পরিচয় ঘটিয়েছে ঠিক তেমনি তাহারিনা নাসরিন সাঁতারের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারত এমনকি বিশ্ব দরবারে নিজের পরিচয় নিজেই গড়ে তুলে যেন বারেবারে প্রমাণ করেছে 'জানবে সারা বিশ্বময় এই বাঙালি নিঃস্ব নয়'।

কাজেই সমাপনান্তে বলা যায় যে, হাজার সমস্যা ও বাধা থাকা সত্ত্বেও তাহারিনা যে সাফল্য অর্জন করেছে এবং তার প্রয়াত স্যার মাসুদুর রহমানের স্বপ্ন পূরনেই জলে লড়াইয়ের সাথে সাথে ডাঙ্গায় যে সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক লড়াই চালিয়েছে তাতে করে যেন একটা শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে তাহারিনা নাসরিন। যদিও তার যাত্রা পথে অনেক চড়াই উতরাই রয়েছে তবে সেই বিষয় গুলি অতিমাত্রায় গুরুত্ব না দিয়ে বরং তিনি যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছেন তাতে তার কৃতিত্ব অপরিসীম বললে অতিরঞ্জিত বলা হবে না।

সূত্র নির্দেশ:

১) "FINA general Congres', ২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫।
২) খবর ৩৬৫ দিন, ১ লা, ডিসেম্বর, ২০১৪, সোমবার কলকাতা।
৩) সাক্ষাৎকার, তাহারিনানা নাসরিন, উলুবেরিয়া, নিমদিঘী গ্রাম, ৩০ শে মার্চ, ২০২১, মঙ্গলবার।
৪) সাক্ষাৎকার, আসিস ব্যানার্জি, উলুবেরিয়া ক্লাব, ৩০ শে মার্চ, ২০২১ ,মঙ্গলবার।
৫) গণশক্তি পত্রিকা, ২৫ শে নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা।
৬) সাক্ষাৎকার, শেখ আফসার আহমেদ, উলুবেরিয়া, নিমদিঘি গ্রাম, ৩০ শে মার্চ, ২০২১, মঙ্গলবার।
৭) দিন দর্পণ পত্রিকা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, রবিবার, কলকাতা।
৮) খেল দর্পণ পত্রিকা, ১লা জানুয়ারি, রবিবার, ২০১৭, কলকাতা।
৯) আজকাল পত্রিকা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪, কোলকাতা।
১০) সাক্ষাৎকার, তাহারিনানা নাসরিন, উলুবেরিয়া, নিমদিঘি গ্রাম, ৩০ শে মার্চ, ২০২১, মঙ্গলবার।
১১) বর্তমান পত্রিকা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, বৃহস্পতিবার, কলকাতা।
১২) প্রতিদিন, ৪ অক্টোবর, ২০১২, বৃহস্পতিবার কলকাতা।
১৩) দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫, কোলকাতা
১৪) যুগশঙ্খ, ১৯শে নভেম্বর, ২০১৫, কলকাতা।
১৫) সাক্ষাৎকার, তাহারিনানা নাসরিন, উলুবেরিয়া, নিমদিঘি, ৩০ শে মার্চ, ২০২১, মঙ্গলবার।
১৬) কলম পত্রিকা, ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫, রবিবার, কলকাতা।
১৭) সাক্ষাৎকার, তাহারিনানা নাসরিন, উলুবেরিয়া, নিমদিঘী, ৩০শে মার্চ, ২০২১ মঙ্গলবার।
১৮) কলম পত্রিকা, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫, মঙ্গলবার, কলকাতা।
১৯) কলম পত্রিকা, ২২শে নভেম্বর, ২০১৫, রবিবার, কলকাতা।
২০) আজকাল পত্রিকা, ৯ই নভেম্বর, ২০১৫, সোমবার।
২১) কালের কণ্ঠ পত্রিকা, ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৯, সোমবার।
২২) কক্সবাজার প্রতিদিন, ২৪ শে নভেম্বর, ২০১৮, শনিবার, চট্টগ্রাম।
২৩) সাক্ষাৎকার, তাহারিনা নাসরিন উলুবেরিয়া, নিমদিঘি, ৩০ মার্চ, ২০২১, মঙ্গলবার।
২৪) এই সময় পত্রিকা, ২৩ শে জুলাই, ২০১৫, বৃহস্পতিবার, কলকাতা।
২৫) সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ১০ ই মে, ২০১৫, রবিবার, কলকাতা।
২৬) গণশক্তি পত্রিকা, ২৫ শে নভেম্বর, ২০১৫, বুধবার, কলকাতা।